সারা বিশ্বকে খাওয়াচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকরা!

মেরি জেন ম্যাক্সওয়েল

ছবি: (এপি ইমেজেস)

বিশ্বের অন্যান্য দেশে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের উৎপাদিত উন্নতমানের পণ্যের বিক্রি ক্রমেই বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিখাতের ইতিহাসে এর আগে কখনোই এত বেশি শস্য রপ্তানি করা হয়নি।

সম্প্রতি আইওয়াতে কৃষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও। তিনি এসময় বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকরা এখন এত বেশি মাত্রায় ফসল উৎপাদন করছেন যা মাত্র কয়েকবছর আগে হলেও বিশ্বকে চমকে দিতো।

বলে রাখা ভালো, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ। এ দেশ ২০১৮ সালে খাদ্যশস্যসহ ১৩৯.৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের কৃষিপণ্য রপ্তানি করেছে। ২০১৭ সালের তুলনায় তা দেড় বিলিয়ন ডলার বেশি। এটি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষক এবং আমদানিকারক দেশগুলো উভয়ের জন্যই সুখবর। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকরা যেমন পণ্যের বাজার পাচ্ছেন, তেমনি আমদানিকারক দেশগুলো পাচ্ছে উন্নতমানের, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পণ্য। বিশ্বজুড়ে দেশগুলো এ শস্য দিয়ে মেটাচ্ছে নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর খাদ্যের চাহিদা।

যুক্তরাষ্ট্রে যা যা চাষ হয়

যে কেউ যুক্তরাষ্ট্রের মিডওয়েস্ট অঞ্চলের মহাসড়ক দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলে সহজেই বুঝতে পারবে ভুট্টা আর সয়াবিন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি চাষ হওয়া ফসল। আর সবচেয়ে বেশি কৃষিজ রপ্তানি আয় আসে এদুটো ফসল থেকেই। মিডওয়েস্ট অঞ্চলের মধ্যে পড়ে ইলিনয়, আইওয়া, নেব্রাস্কাসহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য। ক্যানসাস, নর্থ ডাকোটা,মন্টানা আর ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের মধ্য দিয়ে পথ চললে দেখা যাবে গম খেতের প্রাধান্য। আবার টেক্সাস, নেব্রাস্কা আর ক্যানসাসে মাঠেপ্রান্তরে থাকবে গরুর বিশাল সব পাল। গোমাংস উৎপাদনে এই তিন অঙ্গরাজ্যই সবচেয়ে এগিয়ে কিনা!

কৃষি দপ্তরে কর্মরত অর্থনীতিবিদ ব্রাইস কুক বললেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিখাত খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যের তুলনামূলক স্বল্পমূল্য এবং বৈচিত্র থেকেই আমাদের পুরো কৃষিখাতের উৎপাদনশীলতা ও বৈচিত্রের মাত্রা বোঝা যায়।’

কৃষিখাতের রপ্তানি যুক্তরাষ্ট্রে চাষাবাদ ও পশুখামার এবং শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও পরিবহনখাতে দশ লাখের বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

আমেরিকান কৃষির ভবিষ্যত

২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বে খাবারের চাহিদা ৬০ শতাংশ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এই বাড়তি চাহিদার চ্যালেঞ্জ মেটাতে যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন কৃষিপদ্ধতি উদ্ভাবনের পাশাপাশি নতুন বাজার সৃষ্টি এবং অন্যায্য বাণিজ্য প্রতিবন্ধক দূর করতে হবে।

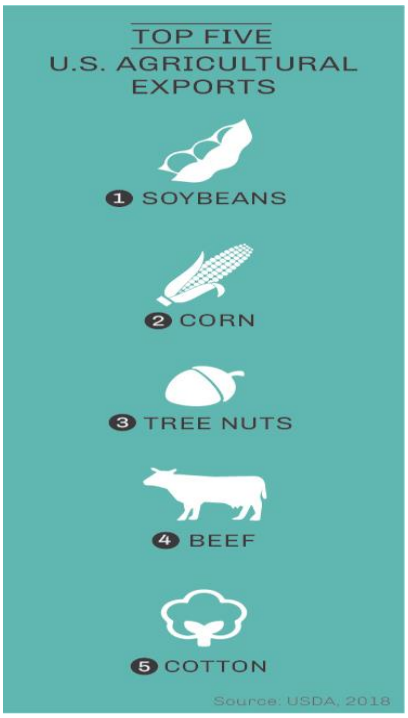

ছবি (পররাষ্ট্র দপ্তর/জে. মারুসজিউস্কি)

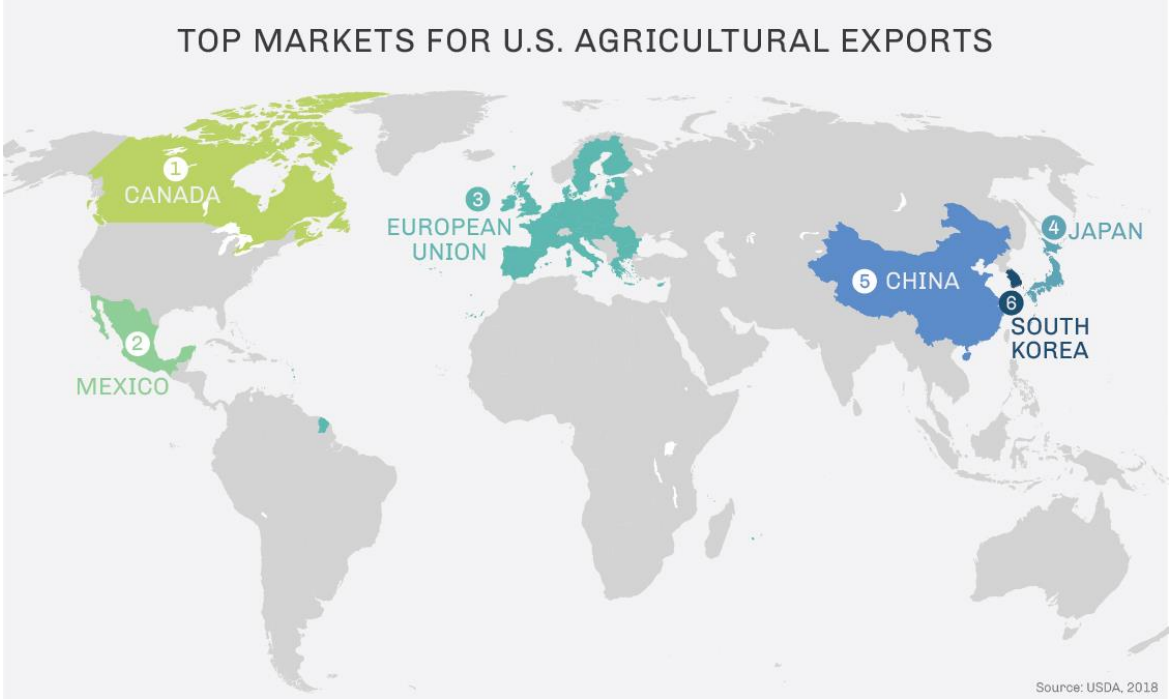

ছবি: (পররাষ্ট্র দপ্তর/জে. মারুসজিউস্কি)

পম্পেও যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকদের বলেন, "মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য আমাদের পণ্যের মানও সবচেয়ে ভালো। বাজারভিত্তিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ব্র্যান্ডকে গুরুত্ব দেয় এবং নিজের সুনাম রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকায় প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ম মেনেই কাজ করে।

পম্পেও বলেন, "আমি এ ব্যাপারে আস্থাশীল যে, বিশ্বজুড়ে নতুন যে একশ কোটি (এবং তারপরের একশ কোটি) মানুষকে খাওয়াতে হবে, তার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভাবন, সৃষ্টিশীলতা ও কঠিন পরিশ্রমের অবদান থাকবে।"